R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডোলকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

## থানায় প্রয়োজনীয় গাড়ী এবং আরও কনস্‌টেবল দরকার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

থানা পরিক্রমা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি আমাদেরকে যেতে হয়েছিল সুতী থানায়। ও, সি ছিলেন না—গিয়েছিলেন সাক্ষী দিতে, এস, আই ছুটিতে ছিলেন এবং একজন এ, এস, আই নাকি গিয়েছিলেন তদন্তে (যদিও তাঁকে সেদিন সাগরদীঘিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল)। মাত্র একজন বন্দুকধারী সেন্ট্রি (কনস্‌টেবল কম থাকায় যাঁকে পর পর কয়েকদিন ষ্টাণ্ড বাই করতে হচ্ছে) থানা পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁকে দিয়ে খবর পাঠাতেই একজন এ, এস, আই এলেন। তিনি জানালেন, থানায় বর্তমানে মাত্র ১৩ জন ষ্টাফ। অনেক সময় থানায় কনস্‌টেবলের অভাবে হোমগার্ড দিয়ে সেন্ট্রি চালাতে হয়। স্বয়ং পুলিশ সুপারও নাকি ঐ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন। থানা গৃহের অবস্থাও ভালো না, জল পড়ে।

ঐ দিন রাত্রেই গেলাম রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বললাম—"আপনার থানার অসুবিধাগুলি আমাদের জানান।" তিনি বললেন—"সমস্যা শুধু আমাদের থানারই না, সমস্যা সাগরদীঘি, সুতী, সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কা এবং জেলার প্রতিটি মফঃস্বল থানারই।" রঘুনাথগঞ্জ থানায় বর্তমানে ১ জন হাবিলদার এবং ৬ জন কনস্‌টেবল রয়েছেন। অথচ প্রয়োজন ২ জন হাবিলদার এবং ২৪ জন কনস্‌টেবলের। তাহলেই ট্রাফিক' মোটামুটি আয়ত্তে আসবে বলে তাঁর ধারণা।

প্রশাসন সমীক্ষা চালাতে গিয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা খবর পেলাম যে, মফঃস্বল থানাগুলিতে গাড়ীর অভাবে পুলিশের কাজকর্ম যখন বিঘ্নিত হচ্ছে, ব্যারাকপুর আই, জি পোলে তখন ১০০ জীপ পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আবার এটাও সত্য যে, প্রত্যেক ব্লকের উন্নয়ন সংস্থাধিকারিককে একটা করে জীপ দেওয়া হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সরকার জীপ বিলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই পুলিশ বিভাগের উপর এমন বিমাতৃসুলভ মনোভাব সত্যই আশ্চর্যজনক। অপর দিকে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহতের জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাই যোগাযোগ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গাড়ী এবং কনস্‌টেবল প্রয়োজনের মতই অপরিহার্য।

---

## মোঘলমারী সাঁকো ক্ষতিগ্রস্ত

### যানবাহন চলাচল বন্ধ—জনগণের দুর্ভোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা সেপ্টেম্বর—আজ কয়েকদিন থেকে এস, এম, জি, আর রোড-এর (রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, মনিগ্রাম) উপর মোঘলমারী সাঁকোর কিছুটা স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঐ সাঁকোর উপর দিয়ে বর্ত্তমানে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এক বৎসর পূর্বেও সাঁকোর কিছুটা জায়গা বসে গিয়ে সাঁকোটি অকেজো হয়ে পড়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ কন্‌ষ্ট্রাকসন ডিভিশনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে মেরামতির জন্য গত ২০/৭/৭২ হ'তে বেশ কিছুদিনের জন্য সাঁকোটির উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

সাগরদীঘি হ'তে ছামুগ্রাম, দোগাছি, মনিগ্রাম, চাঁদপাড়া, সন্তোষপুর, পাঁচনপাড়া এদিকে গনকর, মির্জাপুর, নওদা প্রভৃতি গ্রামের মানুষদের মহকুমা শহরের সাথে নিত্য যোগাযোগের একমাত্র পথ এই সড়ক। সেই কারণে মোঘলমারী সাঁকোর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ঐ রাস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাসের সংখ্যাও আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে। তার ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষ সুখে-দুঃখে, আপদ-বিপদে, সরকারী কাজকর্মে সহজভাবে শহরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারছেন।

একটা গুরুত্বপূর্ণ সাঁকো যদি ঘন ঘন অকেজো হয়ে পড়ে গ্রামবাংলার মানুষের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে তবে এটা নিশ্চয় পরিতাপের বিষয়। এর আশু মেরামতির জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

## সাগরদীঘি বিদ্যালয়ে অচলাবস্থার অবসান

### হিসাব সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি

সাগরদীঘি, ৩১শে আগষ্ট—সাগরদীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে অস্বস্তিকর অবস্থা চলছিল, স্কুল পরিদর্শক (সাগরদীঘি সার্কেল) শ্রীকালিদাস দে-র হস্তক্ষেপে মীমাংসার সূত্র পাওয়া যায়। ফিনান্স কমিটির শিক্ষক-সদস্য শ্রীতারাপদ দাস বিশ্বাস বর্তমান সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণকাল থেকে দেড় বৎসরের হিসাবপত্র প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে দেখেছেন এবং লিখিত জানিয়েছেন—তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রাক্তন ছাত্রদের এক নিরপেক্ষ জোটের দাবি ছিল—প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অন্যত্র যাওয়া চলবে না এবং ফিনান্স কমিটির শিক্ষক-সদস্যকে হিসাব দেখাতে হবে। অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান—"কোন মন্তব্য করতে চাই না।"

ফোন—অরঙ্গাবাদ ৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

**মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্**
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সার্ব্বভ্যো দেবেভ্যো নমঃ


# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল।


## ধন্য শিল্প দপ্তর !

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বিধান সভায় সমালোচনার বস্তু হইয়াছেন। প্রায় ৯৫ কোটি টাকার লেটার অফ ইনটেনট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গেলেও কারখানাগুলির জন্য মৃত্তিকাখননও হয় নাই; ইহাতে বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যেরা শিল্পমন্ত্রীকে যে ধিক্কার দিয়াছেন, তাহাতে সরকারের জগদ্দলী মন-পাথর না নড়িলেও জনগণ ইহাকে যে ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে দেখিতে পারেন না—কংগ্রেসী সদস্যদের তীব্র আক্রমণে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। তবু ভাল যে, কংগ্রেসী তরফের এই আক্রমণ; নহিলে পাল্টা জবাব শুনা যাইত যে, অকংগ্রেসীরা কংগ্রেস প্রশাসনকে বানচাল করিতে চায়।

শিল্পোদ্যোগের ব্যাপারে মূলগায়েন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, তাঁহার দোহার শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন। এই দুইয়ের সঙ্গতিহীন বেসুরচর্চায় লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভাবনার সরব ঘোষণা কোন্ বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। সংবাদে জানা যায় যে, সিমেন্ট, এ্যালয় ষ্টীল, নাইলন সূতা, মোটরের টায়ার টিউব ইত্যাদি ছয় প্রকারের শিল্প স্থাপনের কেন্দ্রীয় লেটার অফ ইনটেনট পাওয়া গেলেও রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন প্রত্যেকটির প্রতিবেদন দেড় বৎসরের মধ্যে রচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খুব সম্প্রতি করপোরেশনকে কিঞ্চিৎ নড়াচড়া করিতে দেখা গেলেও এতদিন চলিয়া যাওয়ার ক্ষতি পূরণ হইবার নয়। শুধু প্রতিবেদনই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক শিল্প-কারখানা স্থাপন ছাড়াও যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, মূলধন, মালিকানা ইত্যাদি বহু প্রকার ঝামেলা-ঝক্কির সমাধান অল্পদিনে হইবার নয়।

সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝি তাহাতে বলা যায় যে, শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন কাজেকর্মে সরকারের শিল্প দপ্তরের নিকট দায়ী; অপরপক্ষে সরকারী বিভাগেরও দায়িত্ব আছে করপোরেশনের কাজকর্ম তদারক করার। ফলতঃ কোন পক্ষই তাঁহাদের যথাযোগ্য ভূমিকা সমাধা করিতে পারেন নাই।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রক রাজ্য শিল্পমন্ত্রকের শম্বুক-গতিতে আদৌ সন্তুষ্ট নহেন। মন্ত্রীত্বের গদী অলঙ্কৃত করা বা ব্যক্তিবিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে অথবা আর কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে মন্ত্রীত্ব দিলেই দেশের কল্যাণের পথ খুলিয়া যায়, তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্য শিল্পায়নে দ্রুত আগাইতেছে, সম্পদ-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ কেবলই কর্তাদের অযোগ্যতায় দিনের দিন পিছাইতেছে। আর লক্ষ বেকার কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়াছেন, তাহার বিচার কি দিল্লীর দরবারে হইবে?

## ভাণ্ডে দধি, না, দধিতে ভাণ্ড?

সুদূর অতীতে কোন ন্যায়ালঙ্কার কিংবা তর্কাঙ্কুশ এক গবেষণায় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এক ভাঁড় দই পাইয়া তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইল—'কিং ভাণ্ডে দধি বা দধনি ভাণ্ডম্?' মহাশয়ের কত শাস্ত্র-পুঁথি ঘাঁটাঘাটি চলিল, সমস্যা-সমাধানের সূত্র মিলিল না। পরিশেষে ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছিল, ভাণ্ডে দধি, না, দধিতে ভাণ্ড।

কিছুদিন হইতে রব উঠিয়াছে, সংগঠন কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস নাকি মিলিত হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘদিন পরে শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীকামরাজ উভয়ের সাক্ষাৎকার, আলোচনা প্রভৃতি এই সম্ভাবনারই নাকি ইঙ্গিতবহ। আবার আসরের পর্দা উঠাইয়া দেশাই-পাতিল প্রভৃতির নিজ নিজ ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ ঘটিতেছে। কয়েক দিন পূর্বের খবরে দেখা গেল, শাসক কংগ্রেস এবং সংগঠন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ বলিলেন, উভয় কংগ্রেসের মিলন সম্ভাবনা নাই। সংগঠন পক্ষের একজনের দাবী নাকি শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমা চাহিতে হইবে। সম্প্রতি শ্রীকামরাজ তাঁহার দলের সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, শাসক কংগ্রেসের যেন নিন্দা না করা হয়। কারণ তাহা দুই কংগ্রেসের মিলনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। তিনিই আবার এক জনসভায় বলিয়াছেন যে, বর্তমান অরাজক আবহাওয়া শাসক কংগ্রেসের ফাটল, শাসক কংগ্রেসের নীতিরই ফল।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা তথা গবেষণার বিষয় হইতেছে, কাহার প্রবর্তনায় এই মিলন সম্ভাব্যতার পথে আগাইয়া যাইতেছে। তবে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দধি ও ভাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক জানিবার নীতি এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহা ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা জোড়া লাগুক আর নাই লাগুক—দেশের কাজকর্ম, উন্নয়নব্যবস্থা প্রভৃতি যে মার খাইতেছে, তাহা চলিতে দেওয়া আর সমীচীন নয়।

### নৌকা-ডুবি

জঙ্গিপুর, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—আজ সকাল ন'টা নাগাদ জালালপুর ফেরী ঘাট হ'তে একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা ফিরোজপুর চরের দিকে যাবার সময় হঠাৎ মাঝ পদ্মায় ডুবে যায়। ফলে দু'জন শিশুসহ একজন মহিলা ও একজন বৃদ্ধলোক মারা যায় বলে প্রকাশ।

## চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

### সার কেলেঙ্কারী

মহাশয়,

আমি একজন স্থানীয় কৃষক, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সরকার কর্তৃক যে এ্যামনিয়া সার অনুমোদিত কয়েকটি দোকানে ব্লকের পারমিটের বিনিময়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সমস্ত এ্যামনিয়া স্থানীয় দোকানদারেরা সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য ৫৭·৬৬ পয়সা প্রতি কুইন্টালের এবং খুচরো ৬২ পয়সা প্রতি কিলোর পরিবর্ত্তে ৬৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল এবং ৬৫ পয়সা প্রতি কিলো দরে চাষীদের কিনতে বাধ্য করছেন। তাঁরা ৫৭·৬৬ পয়সা দরে মেমো দিচ্ছেন, অথচ দাম নেবার সময় ৬৫ টাকা নিচ্ছেন। গত ২০শে আগষ্ট বি, ডি, ও অফিস থেকে ৫০ কেজি এ্যামনিয়া অনুমোদিত দোকানদার শ্রীরামকুমার কেশরীর দোকান থেকে খরিদের জন্য আমাকে পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য অনুপাতে ৫০ কেজি সার কিনতে গেলে দোকানদার আমাকে সার দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "৬২ পয়সা হিসেবে মেমো দিব কিন্তু ৬৫ পয়সা হিসেবে দাম নেবো। এ ব্যাপারে তুমি আমার বিরুদ্ধে যা পার করগে যাও।" আমি ঐ দামে এ্যামনিয়া নিতে অস্বীকার করি এবং ২২শে আগষ্ট বি, ডি, ও অফিসে গিয়ে এ, ই, ও-কে সমস্ত ঘটনা জানাই এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। সেই সময় সেখানে বহরমপুরের কৃষি অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁরা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আমি পারমিট নিয়ে উক্ত দোকানে এ্যামনিয়া ক্রয়ের জন্য পুনরায় গেলে দোকানদার জানান যে, সার শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৫শে আগষ্ট কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে (যাঁদের অনুরূপ পারমিট আছে) এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য বি, ডি, ও অফিসে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ গিয়ে দেখি যে, একজন পিওন ছাড়া আর কোন কর্ম্মচারী সেই সময় অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। কর্ম্মচারী শূন্য অফিস দেখে আমরা সকলে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পারমিটটা আজও আমার কাছে আছে, এই কেলেঙ্কারীর প্রতিকার হবে কি?

শ্রীলোহারাম সাহা
পোপাড়া, ২৬/৮/৭৩

### একটি প্রতিবাদ

মহাশয়,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনার ৬০শ বর্ষ ১৪ সংখ্যা সংবাদপত্রে আমাদের শ্রমিক কর্ম্মচারী সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি এবং জানাইতেছি যে, ঐ সমস্ত সংবাদের কোন সত্যতা নাই। হীন চক্রান্তের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও শ্রমিক-কর্ম্মচারীর বিপক্ষ সংস্থা এই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। আই. এন, টি, ইউ, সি'র অন্তর্ভুক্ত কোন শ্রমিক সংস্থার সদস্য কর্ম্মিবৃন্দ অনুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না।

কমলেশ কুণ্ডু, সাধারণ সম্পাদক,
আই, এন, টি, ইউ, সি, ফরাক্কা ব্যারেজ

## শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতিরক্ষা

ধুলিয়ান, ৩০শে আগষ্ট—শহীদ নলিনী বাগচী স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তিকায় শহীদের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতিকে মুক্তহস্তে দান করার আবেদন জানান হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শহীদ নলিনী বাগচী সমসেরগঞ্জ ব্লকের কাঞ্চনতলা (অধুনা ধুলিয়ান) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ধুলিয়ানের ডাঃ কালীকুমার গুপ্তকে সম্পাদক মনোনীত করে এই সমিতি গঠন করা হয়েছিল। আর্থিক অনটনের দরুণ এই সমিতির অস্তিত্ব বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। তাই স্বাধীনতার ২৬ বছরে মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর কাছে এই সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাধ্যমত সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। সম্প্রতি বহরমপুর গ্র্যাণ্ট হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বহরমপুর শহরে তাঁর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করা হবে। জেলাবাসীর আর্থিক সাহায্য সমিতির এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করবে।

## ছয়জন ডাকাত গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা সেপ্টেম্বর—গতকাল রাত্রি ন'টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে কাঁটাখালি গ্রামের কাছে চলন্ত বাসের গতিপথ রুদ্ধ করে বাসের মধ্যে থেকে ছ'জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেন। কয়েকজন চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে দু'টি তাজা বোমা, বোমা তৈরীর সরঞ্জাম ও কিছু দেশী অস্ত্র পাওয়া যায়। দুর্বৃত্তেরা পুলিশের কাছে স্বীকার করে যে, তারা সেদিন রাত্রে লালগোলা অঞ্চলে একটি গ্রামে ডাকাতির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

## নাট্যামোদীর জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর আজ রাত্রি ৮-৩০টা নাগাদ জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় প্রবীণ ব্যবহারজীবী ও জঙ্গিপুরের অন্যতম নাট্যামোদী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। পশুপতি বাবু স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। জঙ্গিপুরের মানুষ একজন নাট্যপিপাসুকে হারালেন। তাঁর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

## শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মহালয়ার পূর্বে 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' আত্মপ্রকাশ করছে।

### মূল্যঃ এক টাকা

পত্রিকার যাঁরা বাৎসরিক গ্রাহক তাঁরা পঞ্চাশ পয়সা অগ্রিম পাঠালে ঘরে বসে 'শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ' পাবেন। আজই এম, ও যোগে পঞ্চাশ পয়সা পাঠান।

—কর্ম্মাধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর সংবাদ

## ॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

'যখন অপরাপর রাজ্য শিল্পে এগিয়ে চলছে, পশ্চিমবঙ্গে তখন কোন্ শিল্পের প্রসার ঘটছে ?'

—ভেজাল দেওয়া ও দরবাড়ানোয় মদত দানের এবং কোন্দল শিল্পের।

*  *  *

এ পি র খবরে জানা যায় যে, এ বছরের শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারের অন্যতম প্রার্থী হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন।

—নিশ্চয়ই হবেন। ভিয়েতনাম-লাওস-মধ্যপ্রাচ্য-পাকিস্তান-ভারত হচ্ছে তাঁর শান্তি প্রচেষ্টার পয়েন্টস অফ রেফারেন্স।

*  *  *

বেকার যুবকদের জন্য অটো-রিকশা প্রকল্প চালু হবে বলে শোনা গেল।

—অচল যদি একটু সচল, তাই কি কম ?

*  *  *

ভিন্ রাজ্য হতে ডাল-সরষে প্রচুর পরিমাণে আসছে। —একটি খবর।

—বেঁধে দেওয়া অপেক্ষা এগুলির দর অনেক কম কিনা ; তাই ব্যবসায়ীরা না-লাভ না ক্ষতিতে সরকারী আদেশ পালন করতে পারবেন।

*  *  *

পাক-ভারত সাম্প্রতিক বৈঠক সম্পর্কে কাতুখুড়ো বললেন—ও সব চুক্তি সইটই হচ্ছে নতুন বোতলে পুরোনো মদ।

## জেলা সাংবাদিক সংঘের সভা

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত জানাচ্ছেন, "আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার, বেলা দুই ঘটিকায় বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হলগৃহে সংঘের নূতন কর্মকর্তা নির্বাচনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় জেলা থেকে প্রকাশিত ভারত সরকারের প্রেস রেজিষ্টারের অনুমোদিত পত্রপত্রিকার সম্পাদক, দৈনিক পত্রিকা সংবাদ সংস্থার বৈধ প্রতিনিধি, প্রেস ফটোগ্রাফার এবং জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংবাদপত্রসমূহের মফঃস্বল সংবাদদাতা হিসেবে প্রতি আঞ্চলিক পরিষদ থেকে একজন করে যোগ দিতে পারবেন। বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হবার জন্যে প্রত্যেককে ১৬ই সেপ্টেম্বর সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে তিন টাকা হিসেবে চাঁদা জমা দিতে হবে। মফঃস্বল সংবাদদাতাদের নাম ও টাকা সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে

এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় সকল সাংবাদিক বন্ধুকে বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

## বিজ্ঞপ্তি

### চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ২১৮/৬৭ অন্য

বাদী—সুনীলকুমার ঘোষাল দিং

বনাম

প্রতিবাদী—লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষাল দিং ৪ (এ) নং প্রতিবাদী ইন্দুমতী দেবী স্বামী মৃত রামপ্রসাদ ঘোষাল। ২০২ রামপুরা, বারানসী, উত্তর প্রদেশ প্রতি। এতদ্দ্বারা ৪ (এ) নং প্রতিবাদী ইন্দুমতী দেবীকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদীগণ প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে অত্রাদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়া রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন সেগুা-জামুয়ার মৌজার ১২৫৩ ও ১২৫৪ নং খতিয়ানের জমি সম্পর্কে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ২০।৯।৭৩ তারিখে অত্রাদালতে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া তাহা দাখিল করিবেন। তদন্যথায় আপনার অসাক্ষাতে মোকর্দ্দমার এক তরফা শুনানী হইবে। এই নোটীশ আপনার উক্ত দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের ৫ অর্ডার ২০ রুল মতে দেওয়া হইল।

By Order of the Court
Sd/- Bisweswar Lala, Sheristadar,
1st Munsif's Court, Jangipur.

## বাস্তু জমি বিক্রয়

আদালত কোর্টের পূর্বে এ্যাডভোকেট দেবীরতন নাথ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণে বড় রাস্তার উপর বাসযোগ্য জমি বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

## টেপরেকর্ডার ও ক্যামেরা বিক্রয়

একটি জাপানি টেপরেকর্ডার এক হাজার টাকায় এবং একটি ভাল ক্যামেরা পাঁচশত টাকায় বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

পার্থসারথি নাথ, 'কমলকুঞ্জ'
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
• ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

# ভিন্নচোখে ॥

## স্বপ্নের মধ্যে পথচলা

মাঝে মাঝে আমি স্বপ্নের মধ্যে পথ হাঁটি। এই নিদ্রিত শহরে সে সময় নিজেকে বড়ো একাকী মনে হয়। লাইট-পোষ্টের একচক্ষু আলো সঙ্গী হয়ে পথ দেখায়। মাথার মধ্যে ঘুণপোকা কিলবিল করে ওঠে। আর নাকে আসে অম্বুরি তামাকের মিঠেলি গন্ধ। বৃদ্ধ পিতামহের অস্পষ্ট স্মৃতি। কিংবা দূর পাড়াগাঁর প্রাঙ্গণে একটা উলঙ্গ দুরন্ত শিশু রবারের বল নিয়ে খেলা করে। গায়ে ওর ভিজে মাটির আশ্চর্য ঘ্রাণ। এ যেন মারীচের তপোবনে স্বপ্নের মধ্যে দেবশিশুর স্বর্গীয় খেলা। অথবা মনে পড়ে গতকাল নৌকোর বুকে মাঝ গঙ্গায় আলাপ হওয়া সেই কিশোরী মেয়েটির কথা—যে আমাকে উপহার দিয়েছিলো একটা ফুটন্ত সাদা গন্ধরাজ। ওই গন্ধরাজটি এখনো আমার টেবিলে কাচের গ্লাসে রক্ষিত থেকে ওর ভালোবাসার পবিত্র হৃদয়টিকে আমার সামনে মেলে ধরছে। আমারও ফুলদানী নেই কিন্তু ভালোবাসা আছে।

ভালোবাসা! চলতে ফিরতে ভালোবাসা। এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে আলোবাসার অজস্র মণিকণায়। বিপাশা নামের একটি তরুণী কোনো এক আবেগ-মুখর মুহূর্তে চলতি ট্রেণের কামরায় আমাকে বলেছিলো—সে নাকি ভালোবাসার গন্ধ পায়। সত্যি, ভালোবাসার একটা অদ্ভুত মোহময় গন্ধ আছে। বড়ো মিষ্টি গন্ধ। এই শরতের বিকেলের শ্লেটরঙা আকাশটাও ভালোবাসতে জানে। ভালোবাসে ধূসর চোরকাঁটার প্রান্তর, আম্রবীথিকার সবুজ পাতারা কিংবা ভোরের শিশির বিন্দু। ওই সবুজপাতা, ওই বনানী, পথের পাশের নরম কচি ঘাস অথবা শ্রাবণের ভরা গাঙের স্রোতধারার মধ্যে ভালোবাসার অশ্রুতরাগিণী কেউ শুনতে পায়, কেউবা পায় না। ভালোবাসাকে কেউ ধরতে পারে, ছুঁতে পারে, ছানতে পারে, কেউবা নিশ্চেতন মার্বেল ষ্ট্যাচু হ'য়ে যায়। অথচ এটা সত্য: 'Heard melodies are sweet, but those unheard/Are sweeter.....'

কেউ কেউ স্বপ্ন নিয়ে জন্মায়। স্বপ্নের মধ্যে হাঁটে। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে। স্বপ্নের সমর্পিত শৈশব থেকে যৌবনের আবেগচঞ্চল মধ্যাহ্নে স্থিতধি হয়। চোখের তারায় থাকে তার নীল সায়রের অতলান্ত বিস্ময়। দৈনন্দিন 'থোড়-বড়ি-খাড়া'র জগতে একান্ত খাপছাড়া সে। ভিন্ন লোকের অন্য আভিযাত্রী। ভিন্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বা:

'They looked up to the sky, whose floating glow
Spread like a rosy ocean, vast and bright;
They gazed upon the glittering sea below,
Whence the broad moon circling into sky.'

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষয়া চাঁদ। আধো জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারিতে দূরে লাইট-পোষ্টের উজ্জ্বল আলো চোখে ধাঁধা লাগায়। সামনের ঘর-বাড়ীগুলো মধ্যযুগীয় গথিক প্যাটার্নের দুর্গে রূপান্তরিত হয়। আর বড়ো মধুর লাগে এই স্বপ্নের মধ্যে পথচলা।

—সত্যানন্দ

---

## সন্তরণ প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর, ২রা সেপ্টেম্বর—আজ সকালে স্থানীয় টাউন ক্লাবের উদ্যোগে এক সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ কিঃ মিঃ প্রতিযোগিতায় শিবশঙ্কর ভকত—প্রথম, শ্যামল ব্যানার্জী—দ্বিতীয় ও প্রভাত সিংহ—তৃতীয় হন। মেয়েদের ৩ কিঃ মিঃ প্রতিযোগিতায় শোভা মণ্ডল—প্রথম, আরতি ঘোষ, দ্বিতীয় ও আভা সিংহ তৃতীয় হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পারিতোষিক বিতরণ করেন জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

## জঙ্গিপুর সংবাদ-এর শারদীয় অর্ঘ্য

প্রথিতযশা এবং তরুণ লেখকদের রচনা সম্ভার নিয়ে প্রতি বৎসরের মত এবারেও **'জঙ্গিপুর সংবাদ'** এর **শারদীয়া সংখ্যা** প্রকাশিত হচ্ছে।

**এতে আছে:**

* **শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের** কবিতা * **শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের** প্রবন্ধ * **বনফুল** রচিত লিমেরিক * **শ্রীকিরণ মৈত্রের** একাঙ্ক নাটক * **শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের** মুঙ্গেরের গৈরিক গঙ্গার পটভূমিকায় বড় গল্প * **শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর** প্রবন্ধ * **শ্রীকুমারেশ ঘোষের** রসরচনা * কবি **শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর** দরদভরা কবিতা * **নুরুল ইসলাম মোল্লার** কালজয়ী গল্প।

এছাড়া লিখছেন—আবদুল জব্বার, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং..... ....

---

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

**মূল্য: এক টাকা**

---


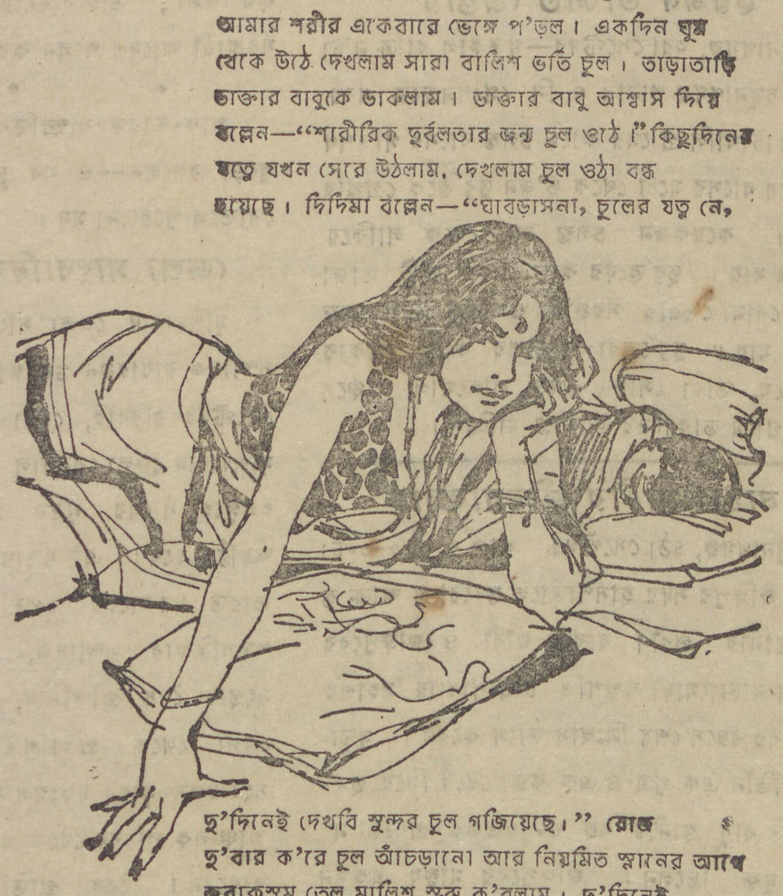



রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত